হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

রূপকল্প (Vision) : হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ সাধন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission) : হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালনা, সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান এবং হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রসার।

২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি (Functions):

(ক) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮ অনুযায়ী ২৫ সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। নবগঠিত ট্রাস্টি বোর্ড নিম্নরূপ-

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ত্রয়োদশ ট্রাস্টি বোর্ড:

সূত্র: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর-১৬.০০.০০০০.০০৪.১৮.২০৬.১৯.২২, তারিখ: ১৪.০১.২০১৯খ্রি.

ক্রম	নাম ও ঠিকানা	পদবি	মোবাইল নম্বর	দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা
(ক)	প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান	-	সমগ্র বাংলাদেশ
(খ)	শ্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ মাননীয় সংসদ সদস্য, ১০৩ খুলনা-৩	সি. ভাইস-চেয়ারম্যান	০১৭১১২১৭৫৪৮	নড়াইল, বাগেরহাট ও সমগ্র বাংলাদেশ
(গ)	শ্রী মনোরঞ্জন শীল গোপাল মাননীয় সংসদ সদস্য, ৬ দিনাজপুর-১	সি. ভাইস-চেয়ারম্যান	০১৭১২২২৫৪১৭	দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও এবং সমগ্র বাংলাদেশ
(ঘ)	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ট্রাস্টি	-	সমগ্র বাংলাদেশ
০১.	শ্রী সুব্রত পাল হিলোচিয়া, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ	ভাইস-চেয়ারম্যান	০১৭১১৬৮৯৯১১	ঢাকামহানগর, ঢাকা জেলা ও সমগ্র বাংলাদেশ
০২.	অ্যাড. ভূপেন চন্দ্র ভৌমিক দোলন ৭৪৭ রাকুয়াইল, কিশোরগঞ্জ	ট্রাস্টি	০১৭১৩২৬৬৮৯০	কিশোরগঞ্জ ও নরসিংদী
০৩.	শ্রী রাজেন্দ্র চন্দ্র দেব মন্টু খুলিয়াপাড়া, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ	ট্রাস্টি	০১৭১১১৬০২৮৯	নারায়ণগঞ্জ ও শরিয়তপুর
০৪.	শ্রীমতী রেখা রানী গুণ,পূর্ব দাসরা, মানিকগঞ্জ	ট্রাস্টি	০১৫৫২৩২৬৯৮২	মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ
০৫.	শ্রী সুভাষ চন্দ্র সাহা, বাজিতপুর, টাঙ্গাইল	ট্রাস্টি	০১৭১২৭০৬৬২০	টাঙ্গাইল ও গাজীপুর
০৬.	অধ্যা. ড. অসীম সরকার, দিঘীরপাড়, গোপালগঞ্জ	ট্রাস্টি	০১৫৫২৪৫০৮৯০	গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও রাজবাড়ী
০৭.	অধ্যাপক ডা. প্রাণগোপাল দত্ত রোড- ১০/এ, বাসা-৩৫, ধানমণ্ডী, ঢাকা	ট্রাস্টি	০১৭১৩০১৫০৩৪	কুমিল্লা ও চাঁদপুর
০৮.	শ্রী উত্তম কুমার শর্মা সোনাপাহাড়, মীরসরাই, চট্টগ্রাম	ট্রাস্টি	০১৮১৫৬৫০৮২৩	চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম (উ.), নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেণী
০৯.	শ্রী বাবুল চন্দ্র শর্মা প.মেরুংলোয়া, রামু, কক্সবাজার	ট্রাস্টি	০১৫৫৪৩২৭৫১০	কক্সবাজার, চট্টগ্রাম (দ.), খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান
১০.	শ্রী তপন কুমার সেন, ঘোড়ামারা, রাজশাহী	ট্রাস্টি	০১৭১৪৩৩৩৮৩৮	রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ
১১.	শ্রী অংকুরজিৎ সাহা নব, বিজয়কুটির, সিরাজগঞ্জ	ট্রাস্টি	০১৯১৯৮৮৫৭৬০	সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া ও জয়পুরহাট
১২.	শ্রী নান্টু রায়, কৈলাশগঞ্জ, দাকোপ, খুলনা	ট্রাস্টি	০১৭১৫৬২২৩০৬	খুলনা, ঝিনেদা, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা
১৩.	শ্রী শ্যামল সরকার, বালিয়াডাঙ্গা,কেশবপুর, যশোর	ট্রাস্টি	০১৭১৩০৬৩৩২৭	যশোর, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর ও মাগুরা
১৪.	শ্রী সুরঞ্জিত দত্ত লিটু, উত্তর কাঠপট্টি, বরিশাল	ট্রাস্টি	০১৭২২৭৭৯২৯৬	পিরোজপুর, বরগুনা ও ভোলা
১৫.	শ্রী ভানু লাল দে, হাসপাতাল রোড, বরিশাল	ট্রাস্টি	০১৭১৩৪৫০৫৬৭	বরিশাল, ঝালকাঠী ও পটুয়াখালী
১৬.	শ্রী অশোক মাধব রায়, সায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ	ট্রাস্টি	০১৭১১৬৪৮১৭৭	হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৭.	ইঞ্জিনিয়ার পি.কে. চৌধুরী, জয়নগর, সিলেট	ট্রাস্টি	০১৭১৫১০২৫১৪	সিলেট ও সুনামগঞ্জ
১৮.	কৃষিবিদ বিশ্বনাথ সরকার বিটু টিএনও রোড, বদরগঞ্জ, রংপুর	ট্রাস্টি	০১৭১১২৬১৮৩৩	রংপুর, গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট
১৯.	শ্রীমতি ববিতা রানী সরকার বিন্নাকুরী, জলঢাকা, নীলফামারী	ট্রাস্টি	০১৭১২১১৮৫৭১	নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড়

২০.	অ্যাড. অসিত কুমার সরকার(সজল) পূর্ব ছোট বাজার, নেত্রকোণা	ট্রাস্টি	০১৭১১১৬৩২৫১	নেত্রকোণা ও শেরপুর
২১.	ইঞ্জিনিয়ার রতন কুমার দত্ত ৮৩/বি দ.বাউন্ডারী রোড, ময়মনসিংহ	ট্রাস্টি	০১৬১১৬৪২৭৭২	ময়মনসিংহ ও জামালপুর

নবগঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যগণ কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ প্রদান

(খ) হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করাই হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রধান কাজ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ট্রাস্ট তহবিল থেকে ৯৯২টি হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ০২ কোটি টাকা এবং ৩২৩ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ৭০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ২,০০.০০,০০০/=টাকা দেশের প্রায় ৭,০০০/= পূজা মন্ডপে প্রদান করা হয়।

হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তকরণে এ বছর ৪০৬টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্তি সনদ প্রদান করা হয়েছে।

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের সভা

(গ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন ও ট্রাস্ট কার্যালয়ে বিশেষ প্রার্থনা ও সারা বাংলাদেশে মন্দিরে মন্দিরে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা ৫ম পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে প্রার্থনা আয়োজন করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ট্রাস্ট কর্তৃক আয়েজিত আলোচনা ও বিশেষ প্রার্থনা

(ঘ) ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০১৯ দিবস উপলক্ষ্যে ট্রাস্ট কার্যালয়ে বিশেষ আলোচনা ও প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ট্রাস্ট কর্তৃক আয়েজিত আলোচনা ও বিশেষ প্রার্থনা

(ঙ) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯ ট্রাস্ট কার্যালয়ে উদযাপন ও শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং সারা বাংলাদেশে মন্দিরে মন্দিরে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা ৫ম পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে প্রার্থনার আয়োজন।

(চ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষে ২১শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষে ট্রাস্ট কর্তৃক শহীদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ

(ছ) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অন্যান্য কাজ :

০১. রথযাত্রা উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন।

রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ আলোচনাসভা

০২. শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন।

শুব জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আলোচনা সভা

(জ) প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য-

০১.মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। বর্তমানে প্রকল্পটির ৫ম পর্যায় চলমান। প্রাক-প্রাথমিক, গীতাশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্পের প্রধান কাজ। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণে, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিতে এবং ঝড়েপড়া রোধ করতে প্রকল্পটি কাজ করছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সরকারের Vision-২০২১' বাস্তব রূপায়নে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পটি ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২০ সালে শেষ হবে। জুলাই মাস থেকে শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২১ সালে শেষ হবে।

প্রকল্পের অর্জন :

১। পঞ্চম পর্যায় প্রকল্পে ৬৪ জলোয় মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে ৫,৮০০ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ১,৭৪,০০০ জন শিশুকে প্রাক প্রাথমিক, ২৫০ টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৬,২৫০ জন বয়স্ক শিক্ষার্থীকে এবং ৪০০ টি গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১২,০০০ জন শিক্ষার্থীকে গীতা শিক্ষায় (মোট ১,৯১,২৫০ জন) পারদর্শী করা হয়েছে।

২। প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের ৩২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ৬,৫৭৮ জন শিক্ষক/কনটিনজেন কর্মচারীর পার্টটাইম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। যা দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমকিা পালন করছে।

৩। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১৫% ও শিক্ষকদের ৮৫% এর উর্দ্ধে মহিলাদের মধ্য থেকে পূরন করা হয়েছে বিধায় প্রকল্পটি নারীর ক্ষমতায়নের সূযোগ সৃস্টি করেছে ।

৪। প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু, বয়স্ক ও গীতা শিক্ষার্থীদের অক্ষরজ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা, শরীরচর্চা ও ধর্মীয় চর্চার সূযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প সমাজ থেকে সহিংসতা দূরীকরনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

৫। অধিকন্তু, এ কার্যক্রম হিন্দুধর্মীয় উপাসনালয়গুলোকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে। প্রকল্পটি ধর্মীয় সংহতি ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ শীর্ষক প্রকল্পের একটি গীতা শিক্ষাকেন্দ্র

‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ শীর্ষক প্রকল্পের একটি একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ শীর্ষক প্রকল্পের শিক্ষক প্রশিক্ষণের দৃশ্য

প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতায় সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও মন্দির কমিটি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষানুরাগী দানশীল ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বিভিন্ন দান ও অনুদানের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম আরও বেগবান হচ্ছে। গীতা শিক্ষাকেন্দ্র এ প্রকল্পের ০১ টি বিশেষ আকর্ষণ। পিছিয়েপড়া সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠির ধর্মীয় ও নৈতিকশিক্ষার প্রসার ও উজ্জীবিতকরণে বর্তমান সরকারের গৃহিত এ উদ্যোগ বিশেষ প্রসংশার দাবী রাখছে।

সর্বোপরি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং উন্নত জাতিগঠনে মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের ভূমিকা অপরিসীম।

০২. “সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার” শীর্ষক প্রকল্প

২২৮.৬৯কোটি টাকা ব্যয়ে সারাদেশে ১৮১২টি হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে এই প্রকল্প। ১৮১২ টি মন্দিরের বিপরীতে ৮৪৯টি মন্দির সংস্কারের টেন্ডার ইতোমধ্যে করা হয়েছে। কাজ অব্যাহত আছে।

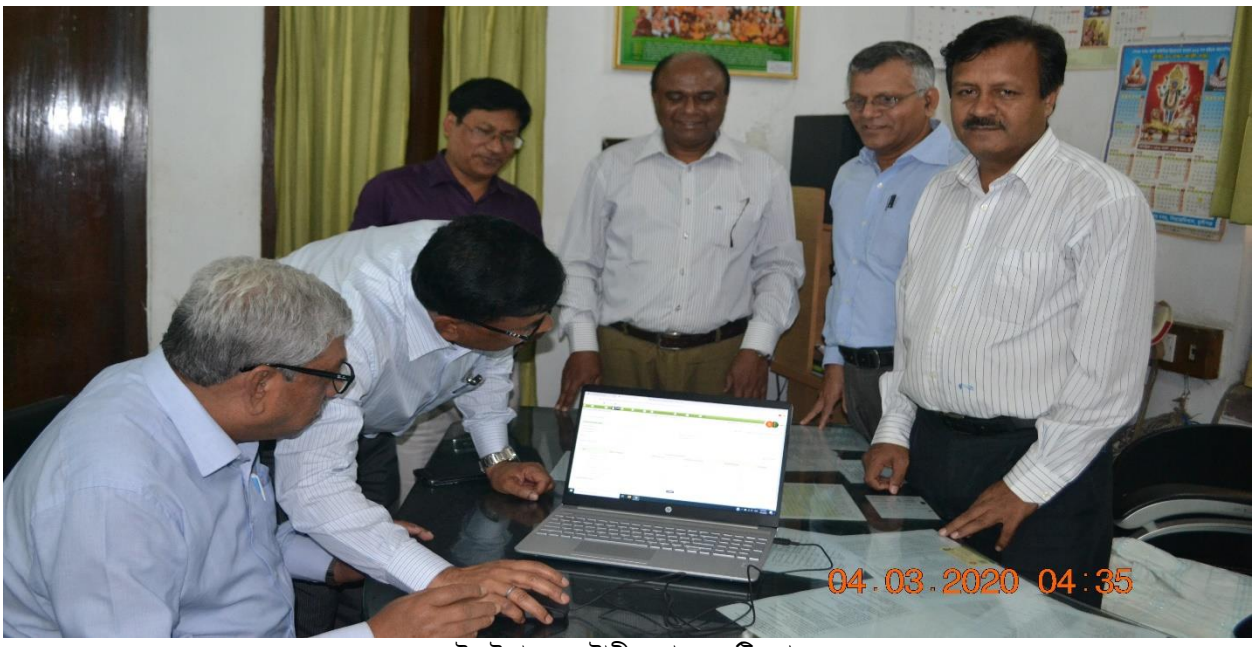

ই-টেন্ডারের লটারী করার একটি দৃশ্য

০৩. শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির ও শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কর্মসূচি-

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের উন্নয়নে ৭.২৭ কোটি টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয় তন্মধ্যে ৩.৪১ কোটি টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে আর সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে ২,২৫ কোটি টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছিল তন্মধ্যে ১.৩৭ কোটি টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৪৭% হবে, কর্মসূচির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় কার্যক্রম বন্ধ ছিল বর্তমানে এটির মেয়াদ ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কর্মসূচির কার্যাদেশ চুক্তিতে স্বাক্ষরের দৃশ্য

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি): নতুন পদ সৃজন করা না হলে ট্রাস্ট সরকারের বর্তমান কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে ব্যার্থ হবে।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হলেন –

শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১/আই পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন:৯৬৬৮০৪৫, মোবাইল: ০১৭১৬৫০২১৫৯

২০১৯-২০ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কাউকে তথ্য প্রদান করা হয় নি।